দৈনিক জনকণ্ঠ

187

তারিখ ... MAR 1-3-2008
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৭

কলারোয়া ট্র্যাজেডির মূল হোতাদের নাম জানলেও কেউ মুখ খুলতে সাহস পাচ্ছে না

আবদুল ওয়াজেদ কচি ॥ এসএসসি পরীক্ষার প্রথম দিন (২ মার্চ) সাতক্ষীরার ইতিহাসের মর্মান্তিক ঘটনার সাথে জড়িত দোষী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার প্রয়াস নেই এবং সুষ্ঠু তদন্ত ভিন্ন দিকে মোড় নেয়ার লক্ষণ ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কারণ বাস্তব সত্য হল এই যে, ঘটনার যারা প্রত্যক্ষদর্শী এবং যারা ঘটনার শিকার তারা কেউই সাক্ষ্য দিতে পারছে না। মূলত প্রত্যক্ষদর্শীরাই এখন ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। যারা ঘটনার সাথে জড়িত তারা এই বলে হুমকি দিচ্ছে যে, সাক্ষ্য দিলে বা ঘটনা ফাঁস করলে মেরে ফেলা হবে।

স্মরণকালের মর্মান্তিক কলারোয়া ট্র্যাজেডির মূল হোতাদের নাম কলারোয়ার জনসাধারণের মুখে মুখে ফিরছে। ঘটনার সময় দোতলায় বারান্দার সিঁড়ির মুখে কোন কোন যুবক মেয়েদের শরীরে হাত দিয়েছিল, কারা মেয়েদের জাপটে ধরেছিল এমনকি পুলিশের কাছ থেকে লাঠি কেড়ে নিয়ে নিজেরাই লাঠিচার্জের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল সে নামগুলো সকলেরই জানা। কিন্তু সাহস করে কেউ তদন্ত অফিসারের কাছে নাম প্রকাশ করতে পারছে না। ফলে প্রকৃত দোষী ব্যক্তিদের শনাক্ত করার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।

বিভিন্ন সংস্থা এবং সংগঠন কলারোয়া ট্র্যাজেডির প্রকৃত ঘটনা উদঘাটনসহ দোষী ব্যক্তিদের গ্রেফতার ও শাস্তি দাবী করলেও গত ১৬ দিনে প্রশাসন কিছুই করতে পারেনি। অথচ ঘটনার মূল হোতারা দাপটের সাথে চলাফেরা করছে। ইতোমধ্যে অভিযুক্তদের নাম একাধিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। যাদের নাম প্রকাশ পেয়েছে তারা সকলেই শাসক দলের ছাত্র সংগঠনের 'নেতা'। ফলে প্রশাসনের কর্মকর্তারা পড়েছেন বিপাকে। অভিযোগ উঠেছে যে, কলারোয়া প্রশাসন এবং কেন্দ্র কর্মকর্তাগণ নিজেদের রক্ষা করার জন্য সকল প্রকার পন্থা অবলম্বন করে চলেছেন।

গত শুক্রবার কলারোয়া হাই স্কুল মাঠে সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করে। সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আবুল কাশেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপি সভাপতি, সাবেক মন্ত্রী আলহাজ এডভোকেট এম মনসুর আলী, সাবেক এমপি হাবিবুল ইসলাম হাবীব, জামায়াত জেলা আমীর প্রিন্সিপাল মোঃ ইজ্জত উল্লাহ প্রমুখ। বক্তাগণ কলারোয়া ট্র্যাজেডির মূল হোতাদের গ্রেফতার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানান। গ্রেফতার করতে ব্যর্থ হলে বিরোধী দলগুলোকে একযোগে আন্দোলন করার আহ্বান জানানো হয়।

কলারোয়া ট্র্যাজেডি যেহেতু নানা দিক থেকে স্পর্শকাতর সেহেতু মূল ঘটনা অর্থাৎ ছাত্রীদের শ্লীলতাহানি থেকে ৪ জন নিহতসহ পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার আধা ঘণ্টা আগে থেকে দীর্ঘ প্রায় ৫ ঘণ্টাব্যাপী ঘটে যাওয়া ঘটনাসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধানের পর সমস্ত ঘটনাই আয়নার মত পরিষ্কার হওয়ার কথা। কিন্তু তা হচ্ছে না। এর কারণ হচ্ছে কলারোয়া সরকারী কলেজের ভিপিসহ তার সমর্থকরা দোষী সাব্যস্ত হবে। কে বা কারা সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়েছিল, কোন কোন সোনার ছেলেরা বর্বরের মত মেয়েদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, কারা গেট বন্ধ করে দিয়েছিল– যার ফলে ৪ জন নিহত হল সবই সাধারণ মানুষ জেনে গেছে। কিন্তু প্রশাসন মুখ খুলে বলতে পারছে না। কারণ সেসব হীরের টুকরো ছেলে যে 'বঙ্গবন্ধুর আদর্শ সৈনিক'।

ঘটনার ৪ দিন পর টিএনও এবং ৬ দিন পর কেন্দ্র সচিবের দায়ের করা জননিরাপত্তা আইনের মামলায় কোন আসামীর নাম নেই। ফলে মামলা দু'টির ভাগ্যে কি ঘটবে তা সহজেই অনুমেয়। যার যার পিঠ বাঁচানোর জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মহলই সর্বান্তকরণে তৎপর। তার অনেক প্রমাণই মিলেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব, শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তাগণ এবং তদন্ত কর্মকর্তা সাতক্ষীরার এডিএম কর্তৃক প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য গ্রহণ না করে সাজানো সাক্ষীদের সাক্ষ্য নেয়া হয়েছে এবং হচ্ছে।

মাগুরা ঃ কেন্দ্রের গেটে নকলমুক্ত পরীক্ষা কেন্দ্রের ব্যানার। অথচ ভেতরে নকলের মহোৎসব —ইনকিলাব

নকলমুক্ত পরীক্ষা কেন্দ্রের ব্যানার লাগিয়ে নকলের মহোৎসব মাগুরায়

মাগুরা জেলা সংবাদদাতা ঃ মাগুরা শহরের কয়েকটি এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রে নকলমুক্ত পরীক্ষা কেন্দ্রের ব্যানার টানিয়ে নকলের মহোৎসবের মধ্য দিয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। কেন্দ্রগুলোকে নকলমুক্ত ঘোষণা করা হলেও ইতোমধ্যে ৮টি পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে ৬৩ জন পরীক্ষার্থীকে অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে বহিষ্কার করা হয়েছে। পরীক্ষা পরিচালনা কমিটি এক সভায় মিলিত হয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোকে নকলমুক্ত ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে পরীক্ষা শুরু হলে প্রথমদিনে মাগুরা কেন্দ্র থেকে ১৫ জন মহম্মাদপুর কেন্দ্র থেকে ২ জন, শ্রীপুর কেন্দ্র থেকে ২ জন, নাকোল কেন্দ্র থেকে ৮ জন বহিষ্কার হয়।

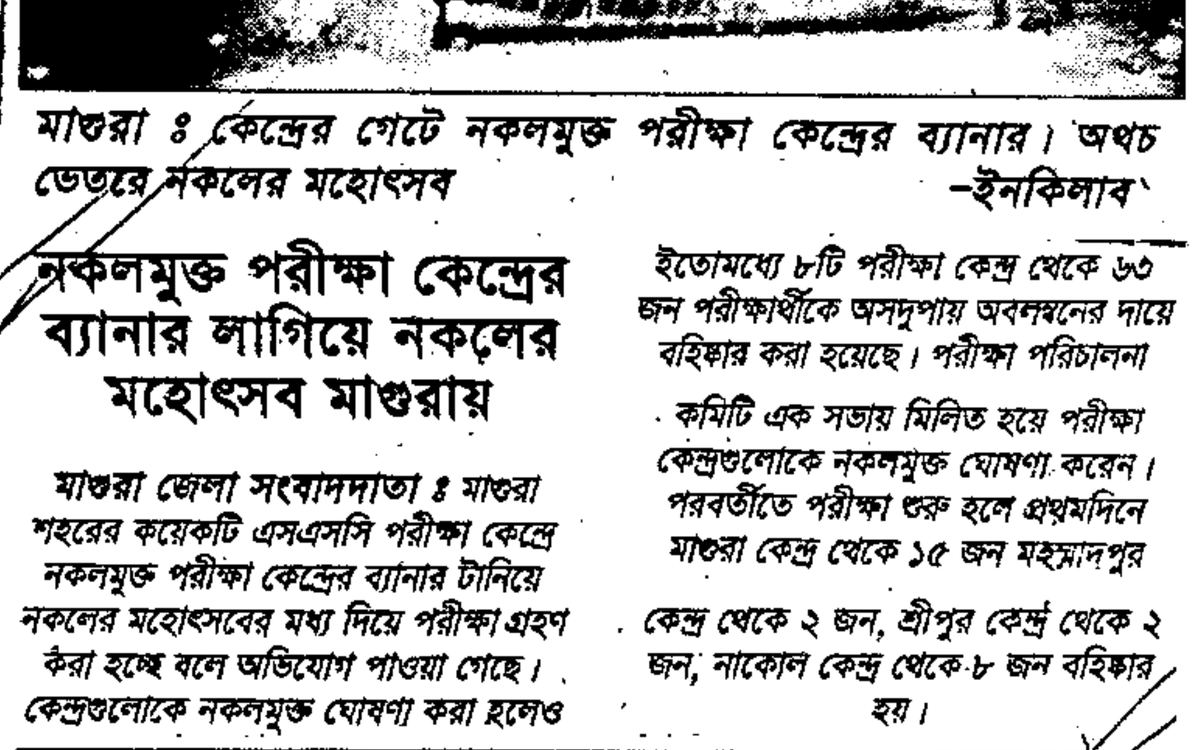

শাহজাদপুর (সিরাজগঞ্জ) ঃ এবারের এসএসসি পরীক্ষায় দেশের বিভিন্ন স্থানে পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে চলছে নকলের মহোৎসব। শাহজাদপুর-সরকারী কলেজের পরীক্ষা কেন্দ্রের ছবি এটি। নকল সরবরাহকারীদের এই অবাধ কার্যক্রমে কোন প্রতিবন্ধকতা আছে কি? ছবিটি পাঠিয়েছেন শাহজাদপুর থেকে আতাউর রহমান পিন্টু